দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JAN 1998
পৃষ্ঠা 2 কলাম ... ৫

চিকিৎসক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারী চাকুরীতে বহাল রাখার বিধান

সংসদে শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গতকাল (মঙ্গলবার) স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফ সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন করিয়াছেন। উত্থাপিত বিল অনুসারে ঢাকাস্থ ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বিল উত্থাপন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মেডিসিন এন্ড রিসার্চ (আইপিজিএমআর)কে উন্নীত ও রূপান্তর করিয়া সরকার কর্তৃক ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ইনস্টিটিউটের স্থান ও আঙ্গিনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হইবে। দেশের প্রেসিডেন্ট নিজে বা তাঁহার মনোনীত কোন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইবেন এবং তিনি একাডেমিক ডিগ্রী ও সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন। বিলে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে, চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যাপনায় পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তিন বৎসর মেয়াদের জন্য ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ করা হইবে। কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে বা অন্যভাবে দুই মেয়াদের বেশী মেয়াদের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ লাভ করিবেন না।

দীর্ঘ ২০ পৃষ্ঠার উত্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে মেডিসিন, ডেন্টাল, নার্সিং, বায়ো টেকনোলজি ও বায়ো মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল টেকনোলজি, মেডিকেল সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিকল্প চিকিৎসা অনুষদ থাকিবে। বিলে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, আইপিজিএমআর-এর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৫৩ ধারার উপ-ধারা (৪)-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন। উপ-ধারা (৪)-এ বলা হইয়াছে, আইপিজিএমআর-এর কোন শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপ-ধারা (২)-এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে যদি নিয়োজিত না থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং সরকারী চাকুরীতে বহাল থাকিতে চাহেন, তাহা হইলে উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরীর ধারাবাহিকতা, জ্যেষ্ঠতা, শর্তাবলী এবং সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ সংক্রান্ত বিলের ৩৫ ধারার (২)-এ বলা হইয়াছে, মেডিক্যাল মহাবিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউটে কর্মরত শিক্ষকদের প্রেষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে নিযুক্ত করার জন্য সংবিধিতে কোটা রাখিতে হইবে। প্রেষণে নিয়োগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না পাওয়া গেলে পদোন্নতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শূন্যপদ পূরণ করা যাইবে। বিলের ৩৭ ধারার (ঙ এবং চ)তে বলা হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসার সার্বিক দায়িত্বে থাকিবেন এবং যেকোন মহামারী ও দুর্যোগ মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং অবদান রাখিবেন। ইহাছাড়া ৫৩ ধারার উপ-ধারা (২) অনুসারে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে নিয়োজিত না থাকিতে চাহিলে আইন বলবৎ হইবার ৩ মাসের মধ্যে তাহাকে লিখিতভাবে ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট তাহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারিবেন। ইহাছাড়া আইপিজিএমআর-এর কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ-ধারা (২)-এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে নিয়োজিত না থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত না করিলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহার চাকুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীর শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, বাংলাদেশে কোন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নাই। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দেশের চিকিৎসা পেশার সহিত জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একটি দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ও দাবী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ সম্পর্কে বলা হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় বড় মনীষীদের নামে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হইয়াছে। তেমনিভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রস্তাবিত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা হইয়াছে।